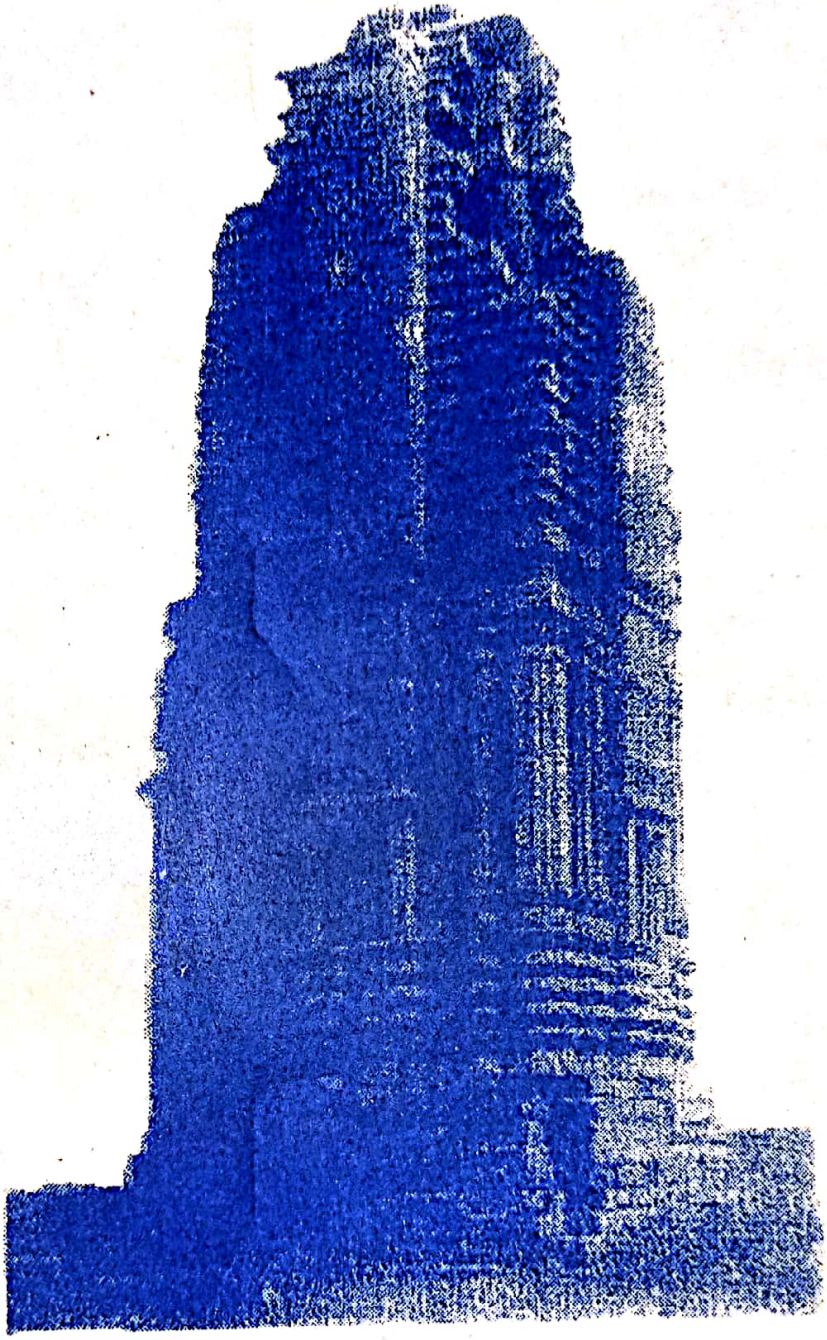

প্রাচীন সরাক জৈন মন্দির,

-তেলকুপী

Scanned with CamScanner

ভুমিকা

পঞ্চৈতানি পবিত্রানি সর্বেষাং ধর্মচারিনাম
সত্য অহিংসাস্তেয়ং ত্যাগৌমৈথুন বর্জনাম ।।

অর্থাৎঃ- সত্য, অহিংসা, অস্তেয় ত্যাগ এবং ব্রহ্মচর্য্যকে সমস্ত ধর্ম্মাবলম্বীগনই পবিত্র বলিয়া মনে করেন। এই জন্য এই পাঁচটি মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। তাই বিশ্বের সমস্ত ধর্ম্ম অহিংসাকে ধর্ম্মের মধ্যে স্থান দিয়েছে। বাস্তবিকপক্ষে অহিংসা মানব-জীবনের সর্ব্বোৎ-কৃষ্ট নীতিই নয় বরং অনিবার্য নীতি। অহিংসার সাহায্যেই মানব জীবনের অস্তিত্ব টিকে আছে।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখলেও আমরা দেখতে পাই যে প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্য্যন্ত দেশের প্রজা অহিংসক রাজার শাসনেই সুখী থেকেছে। আধুনিক যুগেও আমরা অহিংসা প্রেমী মাহাত্মাগান্ধীর কার্য্য প্রনালী দেখেছি। ইংরাজের মত মহাশক্তিকে তিনি অহিংসার বলে ভারত থেকে বিদায় করে ভারত মাতাকে দাসত্বেশৃঙ্খল মুক্তকরে বিশ্ববাসীর নিকট একটা উদাহরন রেখে গেছেন।

সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই সরাক জাতি অহিংসার পুজারী। খৃষ্ট জন্মের ৭।৮ শত বৎসর পুর্বে সরাক জাতিই পুর্বাঞ্চলে প্রথম অহিংসার বীজবপন করেছিল। এক সময় সরাক জাতিই ছিল পূর্বাঞ্চলের নায়ক। পূর্বাঞ্চলে এই জাতিই প্রথম রাজ্য "শিখর রাজ্যের" স্থাপনকর্তা তথা গনতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতির প্রতিষ্ঠাতা। সরাক জাতি নিজেদের গৌরবপূর্ন ইতিহাসকে হারিয়ে পথ ভ্রষ্ট হতে পারেজেনে আমার এ জাতির প্রাচীন গৌরবপূর্ন ইতিহাস লেখার ইচ্ছা জাগে। এই দুরুহ কাজ করার যোগ্যতা আমার নেই জানা সত্ত্বেও সরাক জাতির গৌরবপূর্ন প্রাচীন ইতিহাস সংগ্রহে লিপ্ত হই। এ কাজ আমার ক্ষেত্রে "বামন হয়ে চাঁদ ধরবার মত হলেও" আমি আমার আবেগকে বাধা দিতে পারিনি। আমার এই গ্রন্থখানা যদি আংশিক রুপেও সফল হয় তবুও আমি জানব যে-আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। আশা করি গ্রন্থে ভুল ত্রুটি থাকার জন্য পাঠক বর্গ আমায় ক্ষমা করবেন।

অমরেন্দ্রনাথ মাজি (সরাক)
বেলুট

Scanned with CamScanner

প্রস্তাবনা

ভারতের পুর্বাঞ্চলে অর্থাৎ বাংলা-ঝাড়খন্ড এর সীমান্তবর্ত্তী জেলাগুলোতে তথা রাঁচী ও সিংভুম জেলার সীমান্তবর্ত্তী অঞ্চলে লক্ষাধিক সরাক জাতির বাস। এজাতি নিঃসন্দেহে জৈন ধর্মাবলম্বী ছিলেন। বর্ত্তমানে খান-পান ব্যতীত হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কিছু আচার আচরনের ছাপ এ জাতির মধ্যে পড়তে শুরু করেছে।

যদিও শ্রুতির মাধ্যমে এজাতির একটা অস্পষ্ট ইতিহাস চলে আসছিল কিন্তু জৈন বিদ্বেষী ইতিহাসকারগন ইচ্ছাকৃতভাবে সে ইতিহাস লিপিবদ্ধ না করে লুপ্ত হতে দিয়েছেন। সৌভাগ্যক্রমে উনবিংশ শতাব্দীতে কিছু ইংরাজ অনুসন্ধানকারী দ্বারা সরাক জাতির গৌরবপূর্ন কিছু প্রাচীন ইতিহাস উত্থাটিত হয়েছে। তবুও এজাতির একটা আদ্যোপ্রান্ত ইতিহাসের অভাব আমরা অনুভব করছিলাম।

বিংশ শতাব্দীর তিনের দশকে ২।১টি জৈন সংস্থা সরাক জাতির উত্থানের কাজ শুরু করে। উক্ত একটি সংস্থার সাঙ্গে শ্রী অমরেন্দ্রনাথ মাজি(সরাক) আজীবন জড়িত আছেন জেনে আমরা তাঁকেই সরাক জাতির একটা আদ্যোপ্রান্ত ইতিহাস রচনা করার অনুরোধ জানাই।

তিনি শুধু আমাদের অনুরোধই স্বীকার করেননি বরং স্বীয় খরচে গ্রন্থখানা মুদ্রনেরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সল্পসময়ের মধ্যে তিনি গ্রন্থখানা মুদ্রিত করে সরাক জাতির সমাদরের পাত্র হয়ে রইলেন।

শ্রী দুর্গাদাস মাজি (বেলুট)
শ্রী শক্তিপদ মাজি (বাথানবাড়ি)
শ্রী গৌরাঙ্গপদ মাজি (বেলুট)

Scanned with CamScanner

আদিমং পৃথিবী নাথ মাদিমং নিস্পরিগ্রহম্ ।
আদিমং তীর্থনাথং চ ঋষভ স্বামীনং স্তুমঃ ॥

সরাক শব্দের উৎপত্তি

বর্ত্তমান কালে জৈন ধর্ম্মের প্রাচীনতাকে নির্ব্বিবাদে স্বীকার করা হয়েছে। সঙ্গে-সঙ্গে এও স্বীকার হয়েছে যে, বিশ্বের এই প্রাচীনতম ধর্ম্মের প্রনেতা ছিলেন জৈন ধর্ম্মের প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেব বা আদিদেব। ঋষভদেব বিশ্বের আদিভগবান, আদি সমাজ সংস্কারক, আদি রাজা, আদি আইন প্রনেতা এবং আদিতীর্থঙ্কর। সব ক্ষেত্রে ইনিই আদি অর্থাৎ অগ্রনীর ভুমিকা গ্রহন করেছিলেন তাই সমাজ উঁহাকে আদিনাথ নামেও ভুষিত করেছিল। জৈন ধর্ম্ম মুল অধ্যাত্ম ধর্ম্ম। বৈদিক ধর্মের বহু পূর্ব্বে জৈনধর্ম্ম এদেশে বর্ত্তমান ছিল। বর্ত্তমান যুগ 'কর্মযুগ'। কোটি-কোটি বৎসর পূর্ব্বে ঋষভদেব এই যুগের সৃষ্টি করেছেন, সেইজন্য ঋষভদেব যুগপ্রধান। তিনিই মনুষ্যজাতিকে অসি (রক্ষা) মসি (ব্যবসা) কৃষি (চাষ-বাস) ও আধ্যাত্মের (আত্ম বিদ্যা) শিক্ষা দেন। তিনিই প্রথম স্বীয় কন্যা ব্রাহ্মীকে লিপির জ্ঞান দেন। তাই ব্রাহ্মীর নামানুসারে বিশ্বের প্রথম লিপির নাম পড়েছিল 'ব্রাহ্মীলিপি'।

বিদ্বানদের মতে 'সরাক' শব্দটি 'শ্রাবক' শব্দেরই অপভ্রংশ রুপ। অতএব সরাক' শব্দটির উৎপত্তির ইতিহাস জানতে হলে প্রথমে আমাদের শ্রাবক শব্দটির ইতিহাস জানতে হবে। 'সরাক' শব্দটির উৎপত্তি সম্ভবতঃ জৈনধর্ম্মের চব্বিশতম তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীর জৈনধর্ম প্রচারের পরেই হয়েছে।

এই বিশ্বে মানুষের উৎপত্তি যে কখন বা কিভাবে হয়েছিল তার ইতিহাস আমরা সঠিক জানতে পারিনি। কোন অজানা ইতিহাস জানতে হলে আমাদের বর্ত্তমান সুত্র ধরে ক্রমশঃ পেছনের দিকে অগ্রসর হতে হয় বিগত ইতিহাসের

Scanned with CamScanner

সন্ধান করে-করে। এইভাবে আমরা পেছনের ইতিহাসের দিকে নজর ফিরিয়ে সিন্ধু সভ্যতার সন্ধান পাই। সিন্ধুর লারাকানা জেলায় খননের ফলে ও পাঞ্জাবের মন্টেগুমারী জেলায় ক্রমশঃ মহনজোদাড়ে ও হরপ্পাতে খননের ফলে যে সমস্ত ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে সে গুলো দ্বারা আমরা সিন্ধু সভ্যতার সন্ধান কিছু কিছু পেয়েছি। সেকালের ধ্বংসাবশেষ তথা প্রাপ্ত মূর্ত্তিগুলো থেকে বিজ্ঞানগন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে আর্য্য সভ্যতার পূর্ব্বে এই দেশে এক উচ্চস্তরের সভ্যতা বর্ত্তমান ছিল। তৎসঙ্গে বিদ্ধানগন এটাও স্বীকার করেন যে ঐ সভ্যতাতে জৈন ধর্ম্মের প্রভাবের ছাপ স্পটরূপে পরিলক্ষিত হয়। সেকালে অবশ্য ঐ ধর্ম্মের নাম জৈনধর্ম্ম ছিলনা তবে আচার ব্যবহার অবশ্যই বর্তমান কালের জৈন মতাবলম্বীদের মত ছিল। তবে যে সমস্ত সেকালীন মূর্ত্তি পাওয়া গেছে সেই মূর্ত্তিগুলোই প্রমান করে যে ঐ ধর্ম্মের বা ঐ সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রবর্ত্তক ছিলেন জৈন ধর্মের প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেব বা আদিদেব।

সভ্যতার প্রাক্কালে মানুষ ও পশুতে বিপেষ কোন অন্তর ছিলনা।

আহারঃ নিদ্রা ভয় মৈথুনাংচ সামান্য মেতত পশুভিঃ নরানাম।
ধর্ম হিতেষাং অধিক বিশেষাং ধর্ম নহীনা পশুভি সমানাম্ ॥

অর্থাৎ :—আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন পশু তথা মানুষ উভয়ের মধ্যেই বর্তমান তফাৎ মাত্র ধর্মের অর্থাৎ বিবেকেয়। ভগবানের কৃপায় মানুষের মধ্যেই বিচার-বিবেচনা আছে তাই সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই মানুষ সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ করে গ্রহ উপগ্রহে যাবার পরিকল্পনা করেছে ও কিয়দংশে সফল ও হয়েছে।

জৈনশাস্ত্র অনুসারে মানুষ জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত, তাদের না ছিল স্থায়ী বাসস্থান, না ছিল ভোজনের কোন স্থায়ী ব্যবস্থা। গাছের ফল খেয়ে ক্ষুধা নিবারন ও ঝরনার জল পান করে তৃষ্ণা নিবারন করত। জৈনশাস্ত্র ঐ ফলদান কারী বৃক্ষকে 'কল্পবৃক্ষ' নামে অভিহিত করেছে। জঙ্গল থেকে পর্য্যাপ্ত ফল না পাওয়াই ক্ষিধের জ্বালায় মানুষ শিকার করে মাংস খেতে বাধ্য হয়েছিল। মানুষের এই দুর্দ্দিনে জঙ্গলে এক হাতীর আবির্ভাব হয়। লোকে ঐ হাতীটার নাম রাখে বিমলবাহন। জঙ্গলে এক মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়

Scanned with CamScanner

ঐ হাতীটার। হাতীটা ঐ লোকটায় সাথে সাথে ঘুরে বেড়াত। ক্রমে সে লোকটিকে নিজের পিঠে চড়িয়ে ঘুরতে শুরু করল তাই ঐ লোকটিকেও সকলে বিমলবাহন নামে ডাকতে শুরু করল। বিমল বাহন ছিল অত্যন্ত দরদী। জঙ্গলের লোকের যে কোন বিপদে - আপদে সর্ব্বদা তাদের কাছে উপস্থিত থাকত। হাতীর পিঠে চেপে সারাদিন জঙ্গলের মানুষের মধ্যে ঘোরা ফেরা করে তাদের সমস্যার সমাধান করাই বিমলবাহনের একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিমলবাহনের এই সেবা ও সহানুভূতি প্রাপ্ত হওয়ার ফলে লোকে তাঁকে নিজেদের স্বামী বা কুলের রক্ষক জ্ঞান করে তাঁকে কুলকর নামে অভিহিত করেন। লোক কুলকরকে দলপতির সম্মান দিতে শুরু করে অর্থাৎ সে সময় থেকে কুলকর রাজার সম্মান পেতে থাকে। এই ভাবে ক্রমশঃ ছয়-জন কুলকরের আবির্ভাব ও মৃত্যুর পর সপ্তম 'কুলকর' রূপে নাভিরায়ের জন্ম হয়। নাভী রায়ের সহধর্ম্মিনী ছিলেন মাতা মরুদেবী।

জৈন শাস্ত্র অনুসারে নাভীরায়ের ঔরষে ও মরুদেবীর গর্ভ এক দিব্য কান্তিমান পুত্র ও এক কন্যার জন্ম হয়। মাতা-পিতা পুত্রের নাম রাখেন ঋষভ ও কন্যার নাম রাখেন সুমঙ্গলা। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্দের তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, রাজা নাভীর ঔরসে ও মরুদেবীর গর্ভে ভগবানের অষ্টম অবতার রূপে ঋষভদেব জন্ম গ্রহন করেছিলেন।

রাজা নাভির আর এক কন্যা ছিল যাকে তিনি জঙ্গলে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। তাকে বাড়িতে এনে লালন পালন করেন ও তার নাম রাখেন সুনন্দা সেকালে যুগলিক প্রথা প্রবর্তিত ছিল অর্থাৎ স্বীয় পুত্র কন্যার মধ্যেই জুড়ি মিলিয়ে বিয়ে দেওয়া হ'ত। ভাই বোনের সম্বন্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধে পরিনত হ'ত। নাভী রায়ের পুত্র ঋষভ ও কন্যা সুমঙ্গলার মধ্যে বিবাহ দেওয়া হয়। অর্থাৎ ভাই বোনের সমন্ধচ্যুত করে স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ করা হয়। ওদের বিয়ের পর নাভী তাঁর পালিত কন্যা সুনন্দারও বিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে ঋষভের সাথে সম্পন্ন করেন। ঋষভের সাথে সুনন্দার বিয়েটাই ছিল আনুষ্ঠানিক ভাবে সম্পন্ন বিশ্বের প্রথম বিয়ে।

Scanned with CamScanner

সুমঙ্গলার গর্ভে ঋষভের এক পুত্র ও এক কন্যা জন্ম গ্রহন করে। পুত্রের নাম রাখেন ভরত ও কন্যার নাম রাখেন ব্রাহ্মী। ঋষভ ব্রাহ্মীকেই প্রথম লিপির জ্ঞান দিয়েছিলেন, এই জন্য বিশ্বের প্রথম লিপির নাম পড়েছিল ব্রাহ্মীলিপি। প্রথমে লোকের ধারনা ছিল যে ঐল বংশের রাজা দুষ্মন্তের পুত্র ভরতের নামানুসারে এই দেশের নাম পড়েছে ভারত। বর্তমানে সে ধারনা ভ্রান্ত প্রতিপাদিত হয়েছে। এখন বিদ্বানদের দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে যে, জৈনধর্মের প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের পুত্র ভরতের নামানুসারেই এই দেশের নাম পড়েছে ভারত। ভরতের দ্বিতীয় স্ত্রী সুনন্দার গর্ভে বাহুবলী, সুন্দরী আদি ৯৮ পুত্র কন্যা জন্ম গ্রহন করে। রাজা ভরতই ভরত চক্রবর্ত্তী নামে প্রাচীন ভারতে বিখ্যাত ছিলেন।

ঋষভদেব যে বংশে জন্ম নেন সে বংশের নাম ইক্ষাকু বংশ। এই ইক্ষাকু বংশ নামকরনের পেছনেও এক মজার কাহিনী আছে। জৈন শাস্ত্রের মতে কোন তীর্থঙ্কর ভগবানের গর্ভে প্রবিষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইন্দ্র মহারাজ তা জানতে পান। কোন তীর্থঙ্কর যদি নীচ পরিবারভুক্ত মহিলার গর্ভে প্রবিষ্ট হয়ে থকেন তা হলে ঐ গর্ভকে কোন উচ্চ কুলশীল মহিলার গর্ভে পরিবর্ত্তন ঘটানর দায়িত্ব ইন্দ্র মহারাজের উপর পড়ে যায়, যেমনটি জৈন ধর্ম্মের ২৪ তম তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীর ক্ষেত্রে ঘটেছিল। সিদ্ধার্থ রাজার বশিষ্ঠ গোত্রিয়া পত্নী ত্রিশলা ক্ষত্রিয়ানীর পুত্রী রুপী গর্ভকে জালন্দর গোত্রিয়া দেবানন্দার কুক্ষিতে (গর্ভে) স্থাপন করা হয়েছিল ও দেবানন্দার পুত্ররুপ গর্ভকে ত্রিশলার গর্ভে স্থাপন করা হয়েছিল। এতদ্ব্যতীত কোন তীর্থঙ্করের জন্ম মহোৎসব ও দীক্ষা মহোৎসবে উপস্থিত থাকাটা ইন্দ্র মহারাজের কর্ত্তব্যের মধ্যে পড়ে। তাই ভগবান ঋষভ দেবের জন্ম মহোৎসব উত্থাপন করার জন্য সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে যখন ইন্দ্র মহারাজ বের হচ্ছেন, সেই সময় হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে যায় যে শিশুর জন্য কি নিয়ে যাবেন। সামনেই তিনি এক টুকরো আখ (ইক্ষু) দেখতে পান। সেটাই শিশুর জন্য সঙ্গে নিয়ে প্রস্থান করেন। আখের টুকরো হাতে নিয়ে ইন্দ্র মহারাজ যেমনি শিশুর নিকটে পৌছান, শিশু তেমনি আখের টুকরো দেখে লাফা-লাফি শুরু করে দেয়। শিশুর আফ বা

Scanned with CamScanner

ইক্ষু লওয়ার এই প্রচেষ্টা দেখে ইন্দ্র মহারাজ নাভী রায়ের বংশের নাম দেন ইক্ষাকুবংশ।

বাল্যকাল থেকেই ঋষভ ছিলেন সহানুভূতিশীল। মানুষের দুঃখ দুর্দ্দশা দুর করার জন্য তিনি সদা সচেষ্ট থাকতেন। সুখী জীবন-যাপন করার জন্য তিনি পুরুষ মানুষদের ৭৩ প্রকার ও মহিলাদের ৬৪ প্রকার বিদ্যায় নিপুন করেন। সুখ-শান্তিতে জীবন নির্ব্বাহের জন্য তিনি মনুষ্য জাতিকে অনুশাসন মানতে তথা নিয়ম-কাননকে সম্মান দিতে বা মানতে শেখান। শুধুমাত্র মানুষের জন্যই নয়, সৃষ্টির সমস্ত জীব-জন্তু যাতে শান্তিতে বাস করতে পারে তার জন্য তিনি মানুষের মাঝে অহিংসার বাণী প্রচার করেন। এই বাণী ছিল "অহিংসা পরম ধর্ম" অর্থাৎ কোন জীবে হিংসা করবে না, সকলকে শান্তিতে বাঁচতে দাও। ঋষভ দেবের অনুযায়ীগন তাঁর ঐ বাণী অক্ষরে-অক্ষরে আজ পর্য্যন্ত পালন করে আসছে। সেকালের জনতা ঋষভ দেবের প্রতি এত সন্তুষ্ট ছিলেন যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবে তাঁকে রাজার উপরে স্থান দিয়েছিলেন ও তাঁর জন্য এক রাজধানী ও একটা রাজপ্রাসাদ নির্মানের পরিকল্পনা করে ছিলেন। তাঁরা অল্প সময়ের মধ্যে রাজধানীর জন্য একটা সুন্দর স্থান চয়ন করে এক রাজপ্রাসাদ তৈরী করেন ও রাজধানীর নাম রাখেন 'বিনীতা'। পরবর্ত্তীকালে ঐ বিনীতা নগরীই অযোধ্যা নামে পরিচিত হয়।

রাজা ঋষভ বহুদিন যাবৎ ব্যবস্থিত রুপে রাজ্য শাসন করেন। সেই কঠিন সময়েও তিনি সমস্ত বাধা দুর করে প্রজাদের সুখে শান্তি বাস করতে সাহায্য করেন। প্রজাদের সুখ - শান্তি দেখে, তিনি আত্মার কল্যাণের জন্য ত্যাগীর জীবন অর্থাৎ সন্নাসীর জীবন যাপনের পরিকল্পনা করেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করেন যে সংসারের মায়া মোহ ত্যাগ করতে হলে তার সুত্রপাত এই রাজপ্রাসাদ থেকেই হওয়া উচিত। এই ভেবে তিনি প্রথমে তাঁর রাজত্ব পুত্র কন্যাদের মধ্যে বন্টন করে দেন। রাজ কোষাগারের সঞ্চিত অর্থকে প্রজাদের অর্থ জ্ঞান করে এক বৎসর কাল ঐ অর্থ গরীব প্রজাদের দান করেন। রাজপ্রাসাদের সমস্ত মুল্যবান বস্তুগুলোকে এক বৎসর দান করার

Scanned with CamScanner

পারেন যে-ভগবান ঋষভদেব, যিনি আজ আমার দরজাতে চরণ রেখে আমাকে ধন্য করেছেন তাঁহারই পুত্র ছিলেন বাহুবলী ও আমি সেই বাহুবলীরই পৌত্র। তিনি তৎক্ষনাৎ দরজাতে উপস্থিত হয়ে কিছু আখের রস পান করার জন্য প্রভুকে মিনতি জানান। প্রভুও প্রতিজ্ঞার অনুরুপ পারন সামগ্রী পেয়ে আখের রস গ্রহন করার স্বীকৃতি জানান। শ্রেয়াংশ কুমারের নিকট থেকে অঞ্জলীতে আখের রস গ্রহন ক'রে প্রভু বর্ষীতপের পারন সমাপন করেন। ঐ দিনটি ছিল বৈশাখ শুক্ল তৃতীয়া। ঐ দিন শ্রেয়াংশ কুমার প্রভূকে পারন করিয়ে অক্ষয় পুণ্যের ভাগী হন। সেই দিন থেকে ঐ তৃতীয়াটি অক্ষয় তৃতীয়া নামে অভিহিত হয়েছে। ঐ দিনটির স্মৃতিকে অক্ষয় করে রাখার জন্য জৈন বন্ধুগত অদ্যাবধি বর্ষীতপের পারন হস্তীপুরে গিয়ে সামুহিক ভাবে করে থাকেন। আজকাল অবশ্য গুজরাত মাড়োয়ারের জৈন বন্ধুগন শত্রুঞ্জয় পর্ব্বতের পাদদেশে অবস্থিত পলিতানা তীর্থক্ষেত্রে গিয়ে সামুহিক ভাবে বর্ষীতপের পারন আখের রস খেয়েই করে থাকেন।

মৌন ব্রতের কঠোর তপস্যার ক্রমে প্রভু বিনিতা নগরীতে ফিরে যান। সেখানে শহরের বাহিরে শঙ্কটমুখ নামক এক উদ্যানে প্রভূ কেবল জ্ঞান প্রাপ্ত হ'ন। প্রভুর কেবল জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়ার খবর তৎক্ষনাৎ চারদিকে ছাড়িয়ে পড়ে। প্রভুর মাতা মরুদেবী যিনি পূত্র বিরহে কেঁদে-কেঁদে অন্ধ হয়ে পড়েছিলেন, তিনিও ঐ খবর পাওয়া মাত্র কোন প্রকারে প্রভুর সমবশরন সভাতে (ধর্ম্মসভা) গিয়ে উপস্থিত হন। সমবশরন সভাতে উপস্থিত হওয়া মাত্র মাতা মরুদেবী দৃষ্টি শক্তি ফিরে পান। সমবশরনে পুত্রের অর্থাৎ প্রভুর ঋিদ্ধি সিদ্ধি দেখে মাতা মরুদেবী অনন্দে বিভোর হয়ে সেই স্থানেই মোক্ষপ্রাপ্ত হন। বর্তমান অবসর্পিনীতে স্ত্রী জাতির মধ্যে মাতা মরুদেবীই প্রথম মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েছেন।

জৈনধর্ম্ম তীর্থঙ্কর দিগের দ্বারা উপদিষ্ট ধর্ম্ম। ধর্মের এই কালচক্র আদি অনন্ত কাল থেকে চলে আসছে। জৈন ধর্মের এই অখণ্ড কালচক্র

Scanned with CamScanner

দুই ভাগে বিভক্ত ঃ (১) অবসর্পিনী (২) উৎসর্পিনী। অবসর্পিনী কালে মানুষ সুখ থেকে দুঃখের দিকে যায় তথা উৎসর্পিনী কালে মানুষ দুঃখ থেকে সুখের দিকে আসে। এর সংরচনা গাড়ির চাকার মত। গাড়ির চাকায় যেমন ছয়টি আরা বর্ত্তমান তেমনি কালচক্রেরও ছয়টি আরা গন্য করা হয়েছে। আবার প্রত্যেক আরার নাম তার গুন অনুসারে রাখা হয়েছে। যেমন ঃ— (১) সুখমা-সুখমা (সুখই সুখ) (২) সুখমা (মধ্যম সুখ (৩) সুখমা - দুঃখমা (সুখ দুঃখ দুইই) ৪) দুঃখমা সুখমা (প্রথমে দুঃখ তার পরে সুখ) ৫) দুখমা (দুঃখ) (৬) দুঃখমা-দুঃখমা (দুঃখে ভরা) পুনরায় উৎসর্পিনী কালের আরা উল্টো দিকে ঘোরে। এই কাল দুঃখমা দুঃখমা থেকে শুরু হয় ও সুখমা-সুখমাতে শেষ হয়। প্রত্যেক চক্রে তীর্থঙ্কর ভগবান প্রগটিত হয়ে থাকেন। বর্ত্তমান যুগ অবসর্পিনী কালের অন্তর্গত। এই চক্রের তৃতীয় আরাতে প্রভু ঋষভদেব আবির্ভূত হয়েছিলেন। তৃতীয় আরা সমাপ্ত হওয়াতে যখন তিন বৎসর তিন মাস পনের দিন বাকী ছিল তখন প্রভু ঋষভদেব নির্ব্বান প্রাপ্ত হ'ন। ভগবান ঋষভদেবই প্রথম মহামানব যিনি উচ্চস্তরের সামাজিক ব্যবস্থার স্থাপনা করেন। সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করার পর তিনি পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

ঋষভদেব তাঁর সমবশরন সভাতে উপস্থিত জনতাকে জীবনকে পবিত্র করার উপদেশ দেন। তাঁর উপদেশ সত্য, অহিংসা, অস্তেয় ও অপরিগ্রহের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভগবানের মুখ নিঃসৃত উপদেশ শুনে সমবেত জনতা অভিভুত হয়ে পড়েন ও সভাস্থ অধিক সংখ্যক ব্যক্তি তাঁর সিদ্ধান্ত পালনের প্রতিজ্ঞা গ্রহন করেন অর্থাৎ তাঁর প্রতিপাদিত ধর্ম গ্রহন করেন। তিনি সকলকে গৃহত্যাগ করে দীক্ষা গ্রহন করতে বলেননি তবে গৃহস্থের মধ্যে থেকেই তার সিদ্ধান্ত গুলো অনুপালন করার উপর জোর দেন। বহুলোক তাঁর অনুযায়ী হন। ভগবান ঋষভদেব তাঁর অনুযায়ীদের চার ভাগে ভাগ করেন। যথা ঃ ১) সাধু (২) সাধ্বী (৩) শ্রাবক ও (৪) শ্রাবিকা। যাঁরা গৃহস্থের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আত্মার কল্যাণে মনোনিবেশ করেন তাঁরা

Scanned with CamScanner

সাধু সাধ্বী নামে অভিহিত হন এবং যাঁরা গৃহস্থের মধ্যে থেকেই আত্মার কল্যাণে ব্রতী হন তাঁরা শ্রাবক - শ্রাবিকা নামে খ্যাত হন। এই ভাবে প্রভু ঋষভদেব দ্বারা সাধু, সাধ্বী, শ্রাবক ও শ্রাবিকা নামে চারটি সঙ্ঘের স্থাপনা হয়। ভগবান ঋষভদেব দ্বারা স্থাপিত শ্রাবক - শ্রাবিকা সঙ্ঘের সদস্যদেরই চলতি কথায় শ্রাবক বলা হয়ে থাকে। তাঁর প্রবর্তিত ধর্মকেও চলতি কথায় শ্রাবক ধর্ম বলা হয়ে থাকে। সঙ্ঘ চারটিকে তীর্থও বলা হ'ত অর্থাৎ চার সঙ্ঘ চার তীর্থ রূপে গণ্য হয়ে ছিল। ঋষভদেব ছিলেন ঐ তীর্থগুলির প্রথম প্রতিষ্ঠাতা তাই উঁহাকে প্রথম তীর্থঙ্কর নামে অভিহিত করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ মানুষও পশুর মত একটা জীব। তাই মানুষের মধ্যে পাশবিক প্রবৃত্তি গুলো থেকেই গেছে। মানুষ যতদিন না এই পাশবিক প্রবৃত্তি গুলোকে হৃদয় থেকে নির্ম্মুল করে দিতে না পারে ততদিন পর্য্যন্ত আত্মার মুক্তি হওয়া সম্ভব নয়। আত্মার মুক্তি না হলে কর্মফলে আত্মাকে চুরাশী লক্ষ যোনীতে ভ্রমন করে অশেষ যন্ত্রনা ভোগ করতে হয়। জৈনধর্মে সেইজন্যই আত্মার মুক্তির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। যাঁরা পাশবিক প্রবৃত্তিগুলোকে নির্ম্মুল করতে সক্ষম হয়েছেন তাঁরাই অবতার বা তীর্থঙ্কর। মানবজাতির মধ্যে প্রথম ভগবান ঋষভদেব ঐ প্রবৃত্তি গুলোকে নির্ম্মুল করতে সক্ষম হয়েছেন তাই তিনি প্রথম তীর্থঙ্কর। তিনি তাঁর সিদ্ধান্তের মাধ্যমে তাঁর অনুযায়ীদের পাশবিক প্রবৃত্তি গুলোকে নির্ম্মুল করার পদ্ধতি শিখিয়েছেন।

ভগবান ঋষভদেবের অনুযায়ী শ্রাবকদের লক্ষ্যাধিক বংশধর বর্ত্তমান কালে মানভুম (পুরুলিয়া - ধানবাদ - বোকারো) সিংভুম, রাঁচী, বর্দ্ধমান, দুমকা, বাঁকুড়া, বীরভুম ইত্যাদি জেলাতে বাস করে। এরা সরাক জাতি নামে পরিচিত। এদের আচার আচরণ ঋষভদেব দ্বারা স্থাপিত শ্রাবক সংঙ্ঘের অনুরূপ। সরাক জাতিকে ঋষভদেবের সিদ্ধান্তের অনুপালনকারী বললে কমই বলা হবে বলে মনে হয়। কেননা মনে হয় যে সরাক জাতির নিশ্চয় ভগবান ঋষভদেবের সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধ আছে। স্মরনাতীত কাল থেকে মানুষ নিজের পরিচয়ের জন্য জাতি বা গোত্রের নাম বহন ক'রে আসছে।

Scanned with CamScanner

মানুষ যে যুগ পুরুষের দ্বারা চালিত হয়ে তার অনুশাসন ও রীতি নীতি বংশানুক্রমে মেনে আসছে তাঁকেই তাঁরা নিজের বংশের স্রষ্টাজ্ঞানে গোত্রপিতা বা গোত্র হিসাবে তাঁর নাম আদি অনন্ত কাল থেকে বহন করে আসছে। উপরি উক্ত জেলাগুলিতে বসবাসকারী অধিক সরাক জাতিরই গোত্র ঋষভদেব বা আদিদেব। সরাক ব্যতীত এ অঞ্চলে বসবাসকারী অন্য কোন জাতের মধ্যে ঋষভদেব বা আদিদেব গোত্র শুনতে পাওয়া যায় না। এজন্য নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে ঋষভদেব সরাক জাতির আদিপুরুষ। আজ পর্য্যন্ত সেইজন্য অসংখ্য ঘাত - প্রতিঘাতের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও ঋষভদেব দ্বারা প্রতিপাদিত সিদ্ধান্ত থেকে সরাক জাতি সরে যায়নি বা কোন অনুষ্ঠানে গোত্র পিতা ঋষভদেবের নাম নিতেও ভুল করেনি। সরাক জাতি যে আদিকাল থেকেই জৈনধর্মাবলম্বী বা বর্ত্তমান কালে জৈনধর্মে দীক্ষিতদের, উত্তর পুরুষ সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এ জাতি আজ পর্য্যন্ত নিজের সংস্কৃতিকে অক্ষুন্ন রেখে চলেছে। ভগবান ঋষভদেবের পরেও অনেক তীর্থঙ্কর জৈনধর্মে হয়েছেন। জৈনধর্মের মধ্যেও মাঝে - মাঝে কিছু পরিবর্ত্তন ঘটেছে কিন্তু আদিকাল থেকেই এই সরাক জাতি ভগবান ঋষভদেবের সিদ্ধান্তে অটল। আজ পর্য্যন্ত এ জাতির সিদ্ধান্তে অর্থাৎ ঋষভদেব দ্বারা প্রতিপাদিত সিদ্ধান্তে পরিবর্ত্তন ঘটেনি।

মোগল শাসন কালে সরাক জাতি পুনরায় মানভুম, সিংভুম, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, দুমকা, রাঁচী ইত্যাদি জেলাতে বসবাস শুরু করে। পুরনায় বসবাস শুরু করার কথা এইজন্যই বলা হ'ল কেননা এ সমস্ত জেলাগুলোর কিছু অংশে সরাক জাতির বাস এর পূর্ব্বেও ছিল। মনে হয় সে সময় সরাক জাতিকে 'শ্রাবক' জাতিই বলা হ'ত। বিভিন্ন ক্ষেত্রের আদিবাসীদের মধ্যে উচ্চারণে তফাৎ থাকার কারণে এক - একটা শব্দের উচ্চারণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে করে থাকে। যেমন ইংরেজগণ 'ত' শব্দের উচ্চারণ করতে সক্ষম না হওয়াই 'ত' এর স্থানে 'ট' এর প্রয়োগ ক'রত। তেমনি বাংলা দেশের অধিবাসীগন 'ছ' শব্দের উচ্চারণে অসমর্থ থাকায় 'ছ' এর বদলে 'স'

Scanned with CamScanner

বলে থাকে। আদিবাসী সম্প্রদায়ের উচ্চারণে তো আরও জটিলতা দেখতে পাওয়া যায়। বাংলা ভাষার ব্যঞ্জন বর্ণে ২টি 'ব' অক্ষর আছে অথচ দুটি 'ব' এর উচ্চারণ একই প্রকারের। তার মানে বাংলা ভাষীগন দ্বিতীয় 'ব' টির উচ্চারণে সক্ষম নন। হিন্দী (অক্ষরের) বর্ণের ব্যঞ্জন বর্ণেও ঐ ২টি 'ব' বর্ত্তমান। তাদের একটি 'ব' দেখিতে এই প্রকার ঃ 'ब'। দ্বিতীয়টি এই প্রকারের 'व'। পূর্ব্বটির উচ্চারণে তাঁরা 'ব' বলেন কিন্তু পরবর্ত্তিটির উচ্চারণ উঅ করে থাকেন। এই উঅর উর্চ্চারণ বাঙ্গালীদের হয়না সরাক জাতির পূর্ব্ব পুরুষ "শ্রাবকগন" হিন্দী ভাষাভাষী ছিলেন ও তাঁদের শ্রাবক শব্দের মধ্যের অক্ষরটি ছিল (উঅ 'व' এবং তাঁরা শ্রাবক উর্চ্চারণ না করে (শ্রাউঅক) শ্রাবক উচ্চারণ করতেন। বাংলা ভাষীগন 'व' উচচারণে সক্ষম না হওয়াই 'व' অক্ষরটিকে ছেড়ে দিয়ে 'শ্রাক' বলতে শুরু করে। ক্রমশঃ আদিবাসী ক্ষেত্রে এই শ্রাক শব্দের রুপান্তর হয়ে শ্রাক থেকে সেরাপ, সেরাক ও অবশেষে সরাক এ পরিনত হয়।

সরাক জাতির কোন লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায়নি। মনে হয় যে এজাতি নিজের ইতিহাস বাঁচিয়ে রাখতে পারেনি। পুরাকীর্তি, স্থাপত্য, শিল্প তথা অনুমানের ভিত্তিতে ইংরাজ বিদ্বানগন এ জাতির লুপ্ত ইতিহাস কিয়দংশে উদ্ধার করেছেন। তাঁদের উদ্ধার করা ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে আজকাল ২।১ জন ইতিহাসকার সরাক জাতির ইতিহাস লিখার চেষ্টা করেছেন। বর্ত্তমান কালের ইতিহাসকারগন সরাক জাতির ইতিহাস যতই লিখুক তার শ্রেয় কিন্তু ইংরাজ বিদ্বানগনেরই প্রাপ্য। তাঁদের প্রচেষ্টা না থাকলে সরাক জাতির ইতিহাস হয়ত সমুদ্রের অতল তলে তলিয়ে যেত।

ভগবান ঋষভদেব দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'শ্রাবক' শব্দের অর্থ শ্রবনকারী শ্রাবক শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নিম্ন প্রকার :—

শ্রা	— শ্রদ্ধাবান	श्रा	- श्रद्धावान
ব	— বিবেকবান	व	— विवेकवान
ক	— ক্রিয়াবান	क	क्रियावान

Scanned with CamScanner

অর্থাৎ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক বিবেকবান হয়ে যিনি নিজের কর্ত্তব্যের অনুপালন করেন তিনিই শ্রাবক। যাঁরা শ্রাবক তাঁদের কায়মনোবাক্যে ভগবান ঋষভদের উপদেশগুলো অনুপালন করা উচিত। ঋষভদেব ছিলেন শ্রাবক সংঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা। কালক্রমে এই শ্রাবক শব্দের অপক্রংশ রুপই "সরাক" হয়ে দাঁড়িয়েছে।

Mr. G. Coupland এর Manbhum Gazettear এ প্রকাশিত নিম্নলিখিত ছত্রটী উপরিউক্ত কথার সত্যতার প্রমান করে।

"The word sarak is doubtless derived from Sravaka, the sanskrit word hearer. Amongest the jains the term is used to indicate the laymen or persons who engaged in secular persuits, as distinguished from yatis, monks or ascetics.

Mr. L. S. S. O' Mally I. C. S. দ্বারা প্রকাশিত নিম্নলিখিত পংক্তিগুলোও ঐ কথারই প্রমান করে ঃ—

The name serawak, serak, serap or sarak is clearly a corruption of sravaka the sanskrit word for a hearer, which was used by the jains for lay brethern i, e, jains engaged in secular persuits as distinguished from yati i, e priests or ascetics.

[From Bengal District Gazettear vol xx Singbhum etc Calcutta 1910 PP 25]

উপরিউক্ত ছত্র দুটো দ্বারা পরিস্কার ভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে সরাক জাতির পূর্ব্বপুরুষ শ্রাবকগন ঋষভদেব ভগবান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শ্রাবক ধর্ম্ম

Scanned with CamScanner

বা জৈন ধর্মের অনুযায়ী ছিলেন। ছোটনাগপুরের অহিন্দী ভাষী ক্ষেত্রে আগমনের পরই "শ্রাবক" শব্দ ক্রমশ 'সরাক' শব্দে পরিনত হয়ে যায়। তবে এ অঞ্চলে এসে তাঁদের জাতির নামে কিছু পরিবর্ত্তন ঘটলেও একথা স্বীকার করা যায়না যে এদের সংস্কৃতিতে কোন পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়েছিল। শত-সহস্র বৎসর ধরে অজৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে সংখ্যালঘু হয়ে বাস করা সত্ত্বেও সরাক জাতি নিজ সংস্কৃতিতে কোন ছেদ পড়তে দেয়নি। এই কারণেই বর্ত্তমান কালে সভ্য সমাজের অন্তরালে লুক্কায়িত স্বাধর্মী সরাক বন্ধুদের চিনতে সক্ষম হয়েছে দেশের ধনী জৈন সমাজ। সরাক জাতি অতি প্রাচীন জৈন। একথা বর্তমান জৈন সমাজও জানে। তাই এই প্রাচীন জৈন বন্ধুদের আর্থিক তথা আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য তাঁরা সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন। এখন দেখার বিষয় এই যে, জৈন বন্ধুদের দ্বারা রচিত বিকাশ প্রকল্পে সরাক জাতি কতটা সাড়া দিচ্ছে। শুধু জৈন সমাজের সাহার্য্যের উপর নির্ভর করে আমাদের থাকা চলবেনা। আমাদেরেই পূর্ব্বপুরুষগন এককালে এক্ষেত্রে নিজেদের বিকাশের সঙ্গে - সঙ্গে এক্ষেত্রের অন্যান্য সম্প্রদায়ের বিকাশেও এক মহত্বপুর্ণ ভুমিকা গ্রহন করেছিলেন। তা হ'লে বর্তমানকালে কেন আমরা পিছিয়ে পড়েছি তার অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। যে ব্যপারগুলো আমাদের জাতির বিকাশে বাধা দান করছে সে গুলোকে দুর করতে হবে। এই সব কাজে সমাজের ধনী তথা শিক্ষিত যুবকদের এগিয়ে আসতে হবে।

মানভুম, সিংভুম, রাঁচী, বর্দ্ধমান দুমকা, বাঁকুড়া আদি ক্ষেত্রে জৈন মন্দির ও মুর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে দেখে বর্তমান জৈন সমাজের পুরো বিশ্বাস হয়েছে যে এ ক্ষেত্রে সরাক জাতিই প্রথম জৈন ধর্মের বিজয় পতাকা বহন করে এনেছিল। কিন্তু চিরদিন কারও সমান যায়না, সুখের পর দুঃখ আসেই, উত্থানের পর পতন ঘটাও স্বাভাবিক। তবে এটাও ঠিক যে দুর্দ্দিনের পর সুদিন আসবেই। সরাক জাতির প্রতিপত্তি যখন এক্ষেত্রে লুপ্ত হ'তে চলেছিল ঠিক সেই সময়ই জৈন বন্ধুগন সরাক জাতির সন্ধান পান ও সরাক জাতির পাশে এসে দাঁড়ান। ভবিষ্যতে কিছু উন্নতি

Scanned with CamScanner

হোক বা না হোক সরাক জাতির মধ্যে অন্ততঃ এটুকু বিশ্বাস জন্মেছে যে, কোন বিপদ এলে জৈন সমাজ অবশ্যই সাহায্য করবে। ২।১ টি ক্ষেত্রে এর প্রমানও পাওয়া গেছে। জৈন সমাজ তো যথাসাধ্য সাহায্য জোগাচ্ছে কিন্তু আমাদের সমাজের গণ্ডিতে যে সমস্ত ধনী ব্যক্তি আছেন তাঁরা যে সমাজ সংস্কারে কেন বিমুখ হয়ে পড়েছেন তার কোর কারণ বোঝা যাচ্ছেনা। আমার মনে হয় যে তাদের অবস্থা হয়েছে কূপ মণ্ডুকের ন্যায়। সরাক সমাজের ৫% লোকও আমার মনে হয় যে গরীবের রেখার উপরে নেই। যাদের সারা বছরের অন্নের সংস্থান হয়ে যায় অথচ তাঁরাই নিজেকে টাটা বিড়লার চেয়েও বড় মনে করেন ও সমাজে ওদের চেয়ে একটু গরীব লোকেদের ঘৃনার চোখে দেখেন। এর এক মাত্র কারণ এই যে তারা গ্রামের বাহিরে কোন দিন যাইনি তাই দেখেও নি যে ধনীদের অবস্থা কেমন থাকে! জৈন সমাজ আজ প্রায় ৬০ বছরের চেয়েও বেশী সময় থেকে সরাক জাতির সংস্পর্শে এসেছে, কিন্তু সরাকজাতির তথা কথিত ধনীব্যক্তিগন না জৈনদের সংস্পর্শে যাওয়ার কথা চিন্তা করে না গরীব স্বজাতি বন্ধুদের উত্থানের কথা চিন্তা করে। তারা অজ্ঞানতার মধ্যে ডুবে আছে। তারা জানেই না মানুষের সেবাতে কি ফল পাওয়া যায়। সকল মনুষ্য জাতির সেবা তো আমাদের সাধ্যের বাইরে। অন্ততঃ ২।৪ জন নিজের লেকের অর্থাৎ স্বাধর্মীদের যদি আধ্যাত্মিক, মানসিক ও আর্থিক বিকাশে সাহায্য করতে পারি তা হ'লে যে কি ফল পাওয়া যাবে সে সম্বন্ধে এক জৈন মুনি, আচার্য্যদেব শ্রী রত্নেশ্বর সুরীশ্বরজী মহারাজ লিখেছেন :—

এ মথ্থ সব্ব ধম্মা, সাহম্মিয় বচ্ছল্ল তু এগথ্থ।
বুদ্ধি বুল্লাত্র তুলিআ, দোবি অতুল্লাঁই মনিআইঁ ॥

অর্থাত্ব : সমস্ত ধর্ম্ম যা সারাজীবনে সঞ্চয় করেছ তাকে যদি বুদ্ধি রুপী তরাজুর (তুলদাঁড়ি) এক পাশেও স্বাধর্মী বন্ধুদের সাহায্যের দ্বারা প্রাপ্ত পূণ্য ফলকে অপর পাশে রাখা হয় তা হলে দেখা যাবে যে দুইটির ওজন সমানে দাঁড়াচ্ছে।

Scanned with CamScanner

পূর্ব্ব জন্মের পুণ্য ফলে যে দুর্লভ মনুষ্য জন্ম তুমি পেয়েছ তা যে সম্পত্তির তুমি অধিকারী হয়েছ তাকে ধুলায় হারান ঠিক নয়।

বৈষ্ণবদের কণ্ঠেও এ গীত শোনা যায় :—

অতি কষ্টের মানব জন্ম হেলাতে হারিও না।

মানুষের জীবনের লক্ষ সুখী হওয়া। মানুষ বিভিন্ন ভাবে সুখী হবার চেষ্টা সংসার জীবনে করে থাকে, যে সুখ গুলো ক্ষনস্থায়ী, (short lived) স্থায়ী সুখে পৌছান যায় ভগবৎ চিন্তার মাধ্যমে। সেই স্থায়ী সুখে পৌছান যায় ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মদর্শন হওয়ার পর। জৈন শাস্ত্রে এটিকেই বলে কেবল জ্ঞান প্রাপ্তি বা মোক্ষপ্রাপ্তি। কেবল জ্ঞান বা মোক্ষপ্রাপ্তি মানুষ্য জন্মেই সম্ভব অন্য কোন যোনীতে জন্ম নিয়ে মোক্ষ প্রাপ্তি সম্ভব নয়। কেননা অন্য যোনীতে জন্ম নিলে একাগ্রচিত্তে ভগবান আরাধনার সুযোগ পাওয়া যায়না তথা মোক্ষ প্রাপ্তিও সম্ভব হয়না। জীব চুরাশী লক্ষ যোনীতে ভ্রমন করতে করতে পুণ্য ফলে হয়ত ২।১ বার মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হয়ে থাকে। তাই কবি এটাকে দুর্লভ মনুষ্য জন্ম বলেছেন। তাই আমাদেরও বিশ্ব বন্ধুত্বের ভাবনাকে চিত্তে ধারন করে দীন, দুঃখী, আত্মীয় স্বজন আদির সেবায় আত্ম নিয়োগের সাথে সাথে ভগবানের ধ্যান ধারনার মধ্য দিয়ে নিজের জন্ম কে সার্থক করে তোলা উচিত। সরাক জাতির মধ্যে সংস্কার আছে তাই কম পরিশ্রমেই এজাতি দ্বারা আত্মার মুক্তি সম্ভব।

পূর্ব্বাঞ্চলে সরাক জাতির ন্যায় আচার ব্যবহারে লিপ্ত কিছু লোক দেখতে পাওয়া যায়। তারা সরাক জাতির ন্যায় নিরামিষ ভোজী হয়ে থাকতে পারে, কারন দেশে তো সরাক জাতিই একমাত্র নিরামিষ ভোজী নয়, তবে তাঁরা শ্রাবক ধর্মের অনুযায়ী 'সরাক' জাতি নয়। মহাবীর স্বামী তাঁর ধর্ম প্রচারের ক্রমে পূর্ব্বাঞ্চলে অর্থাৎ পার্শ্বনাথ পর্ব্বত সংলগ্ন ক্ষেত্রে আদীবাসী বা অনার্য্যদের মধ্যে এক চৌমাসা অতিবাহিত করে ছিলেন। ঐ চৌমাসার

Scanned with CamScanner

সময় তিনি শ্রাবক ধর্মাবলম্বী সরাক জাতির পূর্বপুরুষদের সংস্পর্শে আসেন। ঐ শ্রাবকগনই সেই সময় পূর্ববাঙ্গলে জৈন ধর্মের প্রসারে মহাবীর স্বামীর নেতৃত্বে এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহন করেছিলেন। বহুলোকে শ্রাবক ধর্ম গ্রহন করেছিল। কিন্তু পরবর্ত্তিকালে হিন্দু বা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের চাপে তারা শ্রাবক ধর্ম পরিত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহন করে। শ্রাবক ধর্ম ত্যাগ করার পেছনে এই ধর্মের কঠোরতাই মুল কারণ ছিল। নিরামিষ ভোজন ও স্বাত্তিক জীবন যাপনের বিধি অন্যান্য ধর্মে থাকলেও পালন করার জন্য বেশী কঠোরতা ছিলনা। সাধারন জনতারও আমিষ ভোজন, মদ, গাঁজা, ভাং আদির প্রতি রুচি ছিল। অপরপক্ষে নিজের ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা বাড়াবার জন্য হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের দরজা ঐ সমস্ত লোকদের জন্য খোলাছিল। ভারতবর্ষে এরুপ ঘটনা ঘটতে ব্রিটিশ শাসনকালেও দেখাগেছে। ব্রিটিশ শাসনকালে উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের মধ্যে মাংস, মদ, মুরগী আদি খাওয়া বা অন্য জাতের মেয়েকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ ছিল। খ্রীষ্টানদের মধ্যে এ প্রথা ছিলনা তাই লোক দলে দলে হিন্দুধর্ম ছেড়ে খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহন করতে শুরু করেছিল। হিন্দুদের ধর্মত্যাগকে রোধ করার জন্য খ্রীষ্টান ধর্মের অনুরুপ এক ধর্মের বা সমাজের স্থাপনা করেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তাঁর স্থাপিত সমাজের নাম দিয়েছিলেন 'ব্রাহ্ম - সমাজ'। এই হিসাবে সরাকদের মত আচার - ব্যবহারে লিপ্ত লোকেরা নিজেদের শ্রাবক বলতে পারে 'সরাক' বলতে পারে না। শ্রাবক ধর্ম গ্রহনের দরজা সকলের জন্য খোলাছিল ও ধর্ম ত্যাগ করারও স্বাধীনতা ছিল। একবার শ্রাবক ধর্ম ত্যাগ করে পুনরায় শ্রাবক হওয়া যায়। কিন্তু সরাক জাতি হওয়া যায় মাত্র সরাক জাতির ঔরষে এবং সরাক জাতির গর্ভে জন্ম গ্রহন করলেই অন্যথা নয়। দ্বিতীয়তঃ একবার সরাক জাতির আচার - আচরন থেকে দুরে সরে গেলে তারজন্য সরাক জাতিতে প্রবেশের দরজা চিরতরে বন্দ হয়ে যায়।

Scanned with CamScanner